দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ২০/১২/২০০০
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে ইসলাম বিদ্বেষী বহুমুখী ষড়যন্ত্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চ্যান্সেলর হিসেবে সম্প্রতি দেশের তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা ও বহু অনিয়মের সাথে জড়িত তিন ব্যক্তিকে ভিসি নিয়োগ করেছেন। এর মধ্যে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে এমন একজনকে নিয়োগ দিয়েছেন, যিনি শুধু অযোগ্যই নন, এমন একটি অঙ্গ-সংগঠনের সাথে জড়িত, যে সংগঠনটি বাংলাদেশের সংবিধান থেকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও বিসমিল্লাহ তুলে দেয়ার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য তারা প্রয়োজনে বাংলাদেশে আলাদা স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র গঠনেরও হুমকি দিয়েছে।

আলিয়া মাদ্রাসার বাজেট হ্রাস ও এমপিও বাতিল

সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারতীয় পারিতোষিকে প্রতিপালিত একশ্রেণীর পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবী মাদ্রাসা শিক্ষাকে মধ্যযুগীয় আখ্যা দিয়ে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার সেকুলারকরণের জোর প্রচারণা চালায়। এরই অংশ হিসেবে সরকার ১৯৯৯ সালের ১ মে দেশের ২৫১টি আলিয়া মাদ্রাসার এমপিও বাতিল করে দেয় এবং আরও সহস্রাধিক মাদ্রাসায় এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাধীন রাখা হয়। গত ১৪ মে ২০০০ সিরডাপ মিলনায়তনে প্রশিকার ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি এনালাইসিস এন্ড স্থগিত করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে কৌশল পাল্টিয়ে আমাদের সহস্রবছরের স্বাধীনতার ইতিহাস বিশেষ করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা শুরু করে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও টেক্সটবুক বোর্ড। দেশের ৯০ ভাগ কোমলমতি শিশুদের জাতীয় ইতিহাস শেখানোর নামে তাদের সামনে বীর রূপে হাজির করা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, সূর্যসেন, প্রীতিলতা প্রমুখ অপসাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের। অন্যদিকে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী, নওয়াব ফয়েজুন্নেসা, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, হাবিলদার রজব আলী, শেরআলীসহ মুসলিম বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে শুধু অবজ্ঞাই করা হয়নি, তাদের সম্পর্কে আমাদের শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে। পাঠ সহায়িকাসহ বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধে একের পর এক ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ বাদ দিয়ে সে স্থানে অন্তর্ভুক্ত করা, হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের হিন্দু মিথ।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা বইয়ে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর উপর লিখিত 'আদর্শ মহাপুরুষ' প্রবন্ধ বাদ দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে হিন্দু মিথ নিয়ে লিখিত ঈশ্বরচন্দ্রের 'শকুন্তলা' গল্পটি। এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নমাজ' প্রবন্ধ বাদ দেয়া হয়েছে। নজরুলের ইসলামী জাগরণের কবিতা 'খেয়াপারের তরণী' বাতিল করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রাখা হয়েছে।

আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের অন্যতম হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ নেতা দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে সরকার সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ করেছেন। এর ফলে ভিসি, কন্ট্রোলার, সহ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ পদ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকদের অধীনে চলে গেল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে প্রভাব খাটিয়ে যিনি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে অনৈসলামীকরণের যেসব অপকর্ম করেছেন ভিসি হিসেবে তাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন তা ভেবে তৌহিদী জনতা শঙ্কিত।

এখানে দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের একাধিক সহকর্মীর সূত্রে জানা যায়, ছাত্র জীবনে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য মোটেও মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। তিনি সাধারণ ডিগ্রী পাস কোর্সের ছাত্র হিসেবে ১৯৬২ সালে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী আইয়ুব সরকার কর্তৃক অটোপ্রমোশনে পাস করেন, এরপর অর্থনীতি বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে এমএ পাস করেন। তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্রছিলেন বলে জানা যায়। তৎকালে বামপন্থীদের মগজধোলাই করার জন্য রুশ সরকারে বৃত্তি দিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীদের মস্কো নিয়ে ফেলোশীপ দিত। এমনি এক বৃত্তি নিয়ে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য মস্কোতে আড়াই বছর মেয়াদী

(সিএসসি (কোয়ান্টিটেটিভ এন্ড সাইন্স)

ছাত্রদল হোসাল বেগ

নীতি নাই, রীতি আছে
কবি কারাগারে,
নাগের শেষে তিক্তা বসাই
কটুকা নকশালীরা।

খন্দকার আবদুল হাকিম

বীর এবং সর্বজন্যে বাংলাদেশ সরকার সাবেক যুক্ত ছিলেন। এবং ১৯৭৯ সালে তিনি না নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৬-৫ জাতীয় পর্ব পার্বত্যের প্রা কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী ৩ ১৯৭৯ থেকে ছিয়াত্তর বছর বৃদ্ধ উপ্রাসন মন্ত্রী, আবদুল স বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ? সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে লি বাইটার পদে যোগ দিয়ে ' 'মাঝে দেশপ্রেমী' কথার ভি স্বাধীন' ইশ্যুতে দৈনিক আ উপসম্পাদকীয় লিখে ব্যাপক অর্জন করেন।

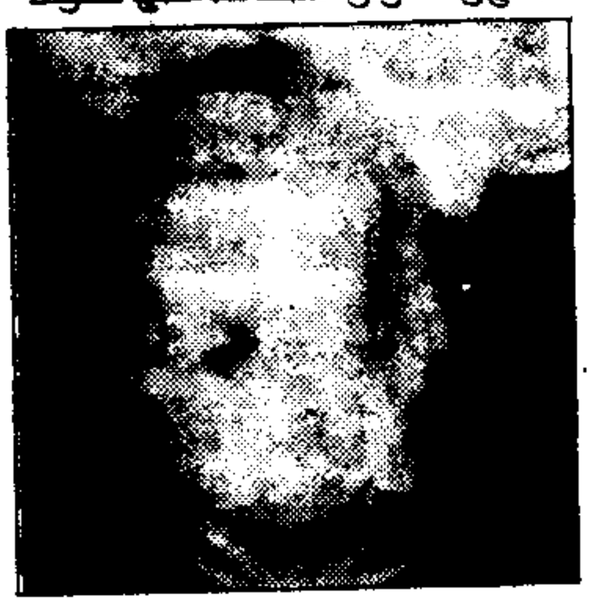

রাজনীতিতে তিনি প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পরে মুসলিম লীগ, ডেমোক্র্যাটিক

সংবাদ বিশ্লেষণ পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

পার্লামেন্টারি-এর 'আসন' থেকে বিজয়ীও নাউন হয়ে নাসিরুদ্দিন মড় কুদ্যাত দে পৃষ্ঠপোষকতা ও পরম সেন্টে কারেন্ট বজরের পর বছর। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত নামে একজন লেখক মুসলি ইসলামবাদী লেখার জন্য বিভাড়িত হলে কলিকাতার 'আনন্দবাজ'য় তাকে সাহাদে লেখা।

সংবাদ বিশ্লেষণ

দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হওয়া ৩ কলাম শিরোনামের ভুল

দৈনিক ইত্তেফাকের ৩ কলাম শিরোনামের ভুল কবিতা বাগদাদী ও ইং-ইয়েমেনের জাতীয়তাবাদীদের সাতসাটি ও ইং-ইয়েমেনের সাথে আরেকটি বেড়ে যায়— উদ্বেগজনক সংকটের এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সম্মিলিত হয়ে এদেশের মুসলমান ভক্ত-ভক্তদীদের আনন্দ মিছিল চলতে থাকে দেশবাসী দিনের পর দিন। প্রজেক্ট বাস্তবী ট্রাইভেরের নামে মুসল প্রদীপ, রাবিবহুল, সিদ্ধিতে সিদ্ধুসহ নানাবিধ হিন্দুয়ানী সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণকে আমাদের ভক্ত প্রজন্মের মাঝে ধ্বংসিয়ে করে তোলা হচ্ছে। একই সাথে খুব সুস্থভাবে ওপার বাংলার বিধর্মীদের সাথে মুসলিম ভক্তদীদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে

মহাজীবন

দেশজিকে জাতীয়তাবাদের অভিভাবক পরভেজ পরবেজ

'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের ভাবিক জনক, প্রাতঃস্মরণীয় সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ পরভেজ আহমদ হাবিবের আজ ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৩৩ সালের ২৩ অক্টোবর তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালের ১ মার্চ দেশপ্রিয় মাহবে জন্মগ্রহণকারী জনাব হাবিব ১৯৪০-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৪৬-৪৮ দৈনিক ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক, ১৯৫০-৫৬ ঢাকার দৈনিক মিল্লাত ও ১৯৬৯-এ দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।